১২-১১-০৭

# ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলা-পুলিশ ও অন্য নামধারী মাফিয়াদের কি প্রয়োজন রয়েছে ?

-------------------------শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশে আজ মাদকের ভয়াল থাবা। আজ বললে ভূল হবে, সে বাংলাদেশ তৈরীর পূর্ব থেকেই এটা চলছে। সরকারে অবস্থিত অজাত আর কুজাতের বংশধরদের সহায়তায় আমাদের সন্তানদের হাতে মাদক তুলে দেয়ার ঘৃনিত কাজটি যারা করছে তারা কেউই অল্পবিত্তের মানুষ নয়। আর এরা মানুষের ঘরে জন্ম নেয়া এক একটা পশু। তবে এরা সবাই আমাদের সমাজে বিত্তশালী হিসেবে পরিচিত।

এদের টাকার কাছে বার বার পরাজিত হয় রাস্ট্রযন্ত্র আর সরকার। পরাজিত হয় বললে হয়তো কম বলা হবে, আসলে এরা আত্নসমর্পন করে। বিডি ফুডের ৫০০ কোটি টাকার মাদক ব্যবসার গটনার বিচার সম্ভব হয়নি সরকারে থাকাদের কারনে আর তাদের গডফাদার একটি ভবনের কারনে।

কিন্তু প্রশ্ন বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বানিজ্য বাদ দিয়ে এই অনৈতিক কাজটিতে উৎসাহিত কেন? কেন আমরা দেখি কয়েক বছরের মাথায় এক একজন ব্যবসায়ী আর রাজনীতিবিদ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিনত হন।

কেন আজ সেই রাজনীতিবিদ আর ব্যবসায়ীরা নিজেদের সম্পদের হিসেব দিতে কুন্ঠিত হন, এমনকি না দেয়ার জন্য আদালত থেকে আদেশ নিয়ে আসেন। আর আমাদের আদালতে রাজনৈতিক সরকারের নিযুক্ত বিচারপতিরা এমনই স্বাধীন যে সাবেক নিয়োগকর্তার প্রতি তারা বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে কুন্ঠিত হন না আগামীর আশায়। একবার ও ভাবেন না তার বিবেকের কথা।

সম্পদের হিসেব দিতে রাজনীতিকদের কুন্ঠা কেন? কেন একজন উপ-পরিচালক চিঠি দিয়ে তার সংস্থার পক্ষে সম্পদের হিসেব চাইতে পারবেন না। ঐ সংস্থাটি কি কারো বাবার? সংস্থাটি রাস্ট্র আর জনগনের পক্ষে রাজনীতিকের সম্পদের হিসেব চেয়েছে। সচ্ছতার জন্য দিয়ে দেয়াই ভালো। কিন্তু এরা দিতে চান না। কারন অনেকের

*লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিক। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক লিবারেল রাজনীতির জনক। ''ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি ''র বর্তমান চেয়ারম্যান।*
lpbleader@gmail.com

পিতামহের আমলের অবস্থান পিতার আমলের অবস্থান আর আজকের সম্পদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আর এব্যবধান তৈরী হয়েছে জনগনের অর্থে। এখানেই তাদের ভয়।

যেসকল ব্যবসায়ীরা আজকের বাংলাদেশের সংস্কারকে ধংস করতে অসহযোগিতা করছেন, নিজেদের গুটিয়ে রেখে জনগনকে কস্টদিয়ে সরকারকে চাপে রাখছেন তাদের অধিকাংশই তাদের বিত্ত গড়েছেন মাদকের ব্যবসার দ্বারা। এই বিষয়টি আমি চ্যালেন্জ্ঞ দিয়ে বলতে পারি। এদের বিগত ১০-১৫ বছরের খতিয়ান খুজলেই এটা পাওয়া যাবে।

তবে সরকারের ভেতরে অবস্থিত ব্যবসায়ী সদস্যরাও আবার বাইরের অনেক প্রতিপক্ষকে ধংস করার খেলাও চালাতে বর্তমান অবস্থানকে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাতারাতি আমরা দেখেছি ঢাকা শহরে একের পর এক হাইরাইজ ভবনে ছেয়ে গেছে, আর এগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন। এমনও লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে যে নিজেকে আন্তর্জাতিক প্রিন্স বানানোর মত চেস্টা করেছেন অথচ একসময় তার বাচ্চার দুধ কেনার পয়সাও ছিল না। এরা রাতা রাতি প্রিন্স বনে গেছে। ঢাকার একজন চিকিৎসক এমপি যিনি আদম ব্যবসার সাথেও জড়িত ছিলেন তার নামে গুলশানে টাওয়ার হয় কোন্ টাকায়। বাগের হাটের এক সংসদ সদস্য যিনি একদা ড্রাইভার ছিলেন, রাস্ট্রীয় এত গুরুত্বপূর্ন তিনি হয়ে পড়েন যে প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে যাওয়ার সময়ে চীনের খুবই কাছের লোক অন্য এক সংসদ সদস্য (যিনি সেনা প্রধান ও ছিলেন)কে বাদ দিয়ে এই একদার ড্রাইভারকে রাস্ট্রীয় সফর সংগী করেন।

বিগত সরকারের সময় ভবন গুলো শক্তিশালী হয় মাদকের টাকায়। কারন অস্ত্র আর মাদকের অবস্থান মায়ের পেটের জমজ ভাইয়ের মত। আর ক্ষমতার সন্তান হলো এরা। আজ প্রমান হচ্ছে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আর মাদক ব্যবসায়ীরা বিগত সরকারগুলোর সময় কোন না কোন ভবনের আশ্রয় পেয়েছে।

বাংলাদেশে বহু ক্রসফায়ার তথা এনকাউন্টার হয়েছে । অধিকাংশ শিকার হলো কালো টাকার মালিক, ক্ষমতা লোভী রাজনীতিবিদ আর পাচাটা ঘুষখোর আমলা-পুলিশের

*লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিক। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক লিবারেল রাজনীতির জনক। ''ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি ''র বর্তমান চেয়ারম্যান।*
lpbleader@gmail.com

দ্বারা সৃস্ট অপরাধীরা। এদের সৃস্টিকর্তারাই এদের ক্রশফায়ারের ব্যবস্থা করেছিল তাদের মাদক সাম্রাজ্য আর অন্যান্য দূর্নীতির দ্বারা আহরিত সম্পদ নিরাপদ রাখতে, কারন ততদিনে তারা ভেবেছিল তাদের ক্ষমতা রাস্ট্রীয়ভাবে নিরাপদ হয়ে গেছে, সরকার পরিবর্তন হলেও আর সমস্যা নাই।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বহুবার প্রশ্ন তুলেছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে যে এই ক্রশফায়ার মাদক ব্যবসায়ীদের নিরাপদ করার জন্য কিনা। বলার অপেক্ষা রাখেনা ক্ষমতাসীন মাফিয়া এই চক্রের দ্বারা আমিই ক্রশ ফায়ারে চলে গিয়েছিলাম।

মাদকের এই টাকা জায়েজ করতে মাঝে মাঝে কত খেলাই না হতো। একবার হলো জমির পিলার নিয়ে হুলুস্থুল কারবার, এটা হয়েছিল মাদকের টাকা জায়েজ করার জন্য, দেখানো যে, পিলার বিক্রি করে শত কোটি টাকা পাওয়া গেছে। একবার মূর্তি নিয়েও এই খেলা হয়েছে।

ফিল্মি দুনিয়া আর মিডিয়ার দুনিয়াকে বলা হয় কালো টাকা সাদা করার জায়গা। এর মালিক হতে পারলে কালোটাকা সাদা করা যায়। এজন্য কালো টাকার মালিকদের মালিকানায় মিডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বেশী। জেলের দিকে তাকালেও এর সত্যতা মেলে। কিন্তু জনগনের টাকা মেরে আর ঘুষ খেয়ে যে টাকা কালো হয়েছে, মাদক আর অস্ত্রের ব্যবসা করে হয়েছে এর শতগুন বেশী।

মাদক ব্যবসায়ী মাফিয়াদের এতই বেশি ক্ষমতা যে জনতার সামনে থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ২ টি সরকারী সংস্থা, এর একটি ''মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর'' আর অন্যটি '' দূর্নীতি দমন ব্যুরো'' ব্যুরো পরে বিদেশী চাপে কমিশন হলেও জনগন জানতো এটি কমিশন বানিজ্যের অংশ হয়ে পড়েছে (বর্তমানে গনপ্রত্যাশা পুরন করছে)।

আর অমানবের সন্তান এই মাফিয়া ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়ার জন্যই আজো সম্ভব হয়নি টিসিবি-কে সক্রিয় করা। কারন রাস্ট্র যন্ত্রে এখনো মাফিয়াদের টাকায় লালিত দালালেরা বিভিন্ন মুখোশের আড়ালে রয়ে গেছে। আর রাজনীতিকসহ রাস্ট্রের সকল স্তরে রয়েছে এদের প্রতিনিধি।

*লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিক। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক লিবারেল রাজনীতির জনক। ''ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি ''র বর্তমান চেয়ারম্যান।*
lpbleader@gmail.com

ডাইলখোর (ফেন্সিডিল পানকারী) ম্যাজিস্ট্রেট আর ডাক্তারের কথা বাংলাদেশে ওপেন সিক্রেট ছিল। এরা কি সবাই পীর সহেব হয়ে গেছেন। না তা হননি, বরো জোর ঘাপটি মেরে রয়েছেন।

সাবেক সরকার আমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে জেলখানায় পাঠালে সেখানে আমি অনেক অপরাধীর তথ্য পাই। তথ্য পাই ঢাকার সেই ক্ষমতাশালী বোম্বাইয়া ব্যবসায়ীর মাদক ব্যবসার নেট ওয়ার্কের তথ্য। কিভাবে নারী এবং পঙ্গু সহ সরকারী বাহিনীর কর্মকর্তা আর গাড়ী ব্যবহার করে মাদকের সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন নর্তন-কোর্দনে পারদর্শী বীর বাঙ্গালী-বাংলাদেশীদের বংশধরদের ধংস করতে। অথচ সবাই নির্বাক, কেউ ভাসুরের নামটিই মুখে আনেন না, না কোন রাজনৈতিক নেতা না সরকার না সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা। কারন এব্যক্তির রয়েছে অনেক মাদকের টাকা, আমাদের সন্তানের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত টাকা। অথচ লক্ষ সন্তানকে হত্যাকারী এসকল নর পিচাশকে ক্রশফায়ারে দেয়া হয় না, ক্রশ ফায়ারে দেয়া হয় এদের হাতে গড়া কাউকে বা এদের আর এদের প্রতিভূ রাজনীতিক বা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত কোন সশস্ত্র সংক্ষুব্ধ নাগরিককে।

আমাদের কি বাংলাদেশে প্রয়োজন আছে এই সকল গনবিরোধী দূর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলা-পুলিশ ও অন্য নামধারী মাফিয়াদের? এদের চিহ্নিত করুন আর ঢাকার জিরো পয়েন্টে ছেড়ে দিন, দেখবেন এদের প্রতি জনতার ঘৃনার বহি:প্রকাশ। কিন্তু কে এদের চিহ্নিত করবে? হয়তো একজন ভালো লোক আজ পদক্ষেপ নেবে কাজটি সমাধানে তাকেই আবার সাথে নিতে হবে অন্য দশজন দূর্নীতিবাজকে।

আজকের আমলা-পুলিশ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এরা আগেও ছিল, এরাই আগের সরকার গুলোর সময়ে লুটপাটে সহযোগিতা করেছে নয়তো পাহার দিয়েছে, নয়তো নীরব থেকে পরোক্ষ সহায়তা করেছে, কিন্তু প্রতিবাদী হয় নাই। এজন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে জনগন।

এ থেকে আমাদের কি মুক্তি নাই? আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজে দেখুন।
কিন্তু আমি বলবো, আছে.........................................

*লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিক। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক লিবারেল রাজনীতির জনক। ''ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি ''র বর্তমান চেয়ারম্যান।*
lpbleader@gmail.com

একবছর পূর্বেও বলেছিলাম অসহনীয় দূর্নীতি থেকে অপরাজনীতি থেকে আমাদের মুক্তি আছে, আর মুক্তির সেই নেতৃত্ব সময়ই নির্ধারন করে দেবে। পুরোটা না হলেও অসম্ভব এক সূচনা হয়েছে, যা আগামীতে প্রেরনা দেবে।

আজ আবারো বলবো, আগামীতে সময় আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলবে যখন রাস্ট্র তার নাগরিককে রক্ষায় ব্যর্থ হলে, নাগরিক তার নিজের এবং পরিবারের সকলকে রক্ষায় নিজস্ব প্রতিরক্ষা খুঁজে নেবে। যা নিশ্চিহ্ন করে দেবে মাফিয়া ব্যবসায়ী, মাফিয়া রাজনীতিক আর মাফিয়া আমলা-পুলিশের নাম নিশানা আর তা হবে ভয়াবহ রকমের প্রতিশোধমূলক।

আমরা সেই সময়ের আর সেই নেতৃত্বের অপেক্ষায় রইলাম। বলতে বাধ্য হচ্ছি,

**"ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না এটাই ইতিহাসে শিক্ষা"** ।

*লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিক। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক লিবারেল রাজনীতির জনক। ''ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি ''র বর্তমান চেয়ারম্যান।*
lpbleader@gmail.com